যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে কখনোই মৃত মনে করো না; বরং তারা জীবিত , তারা তাদের রব্ব হতে জীবিকা প্রাপ্ত।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহির রহমানুর রাহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছেঃ যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে কখনোই মৃত মনে করো না; বরং তারা জীবিত , তারা তাদের রব্ব হতে জীবিকা প্রাপ্ত।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ

সুরা ৩ আল ইমরান, আয়াতঃ ১৬৯

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (169)

যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদের কখনোই মৃত মনে কর না; বরং তারা জীবিত, তারা তাদের রব্ব হতে জীবিকা প্রাপ্ত।

একটি হাদীসঃ মুসলিম ১৮৭৭, আহমদ ৩/ ১২৬

রাসুলুল্লাহ(সাঃ) বলেছেনঃ যারা মারা যায় এবং আল্লাহর নিকট উত্তম স্থান লাভ করে তারা কখনও দুনিয়ায় ফিরে আসা পছন্দ করে না। কিন্তু শহীদগণ এ আকাঙ্ক্ষা করে যে, তাদেরকে যেন পৃথিবীতে দ্বিতীয়বার ফিরিয়ে দেয়া হয় এবং তারা আবার আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে শহীদ হতে পারে। কেননা তারা স্বচক্ষে শাহাদতের মর্যাদা দেখেছে।

আরও একটি হাদীসঃ আহমদ ১/২৬৫

রাসুলুল্লাহ(সাঃ)বলেছেনঃ তোমাদের ভাইদেরকে যখন উহুদের যুদ্ধে শহীদ করা হয়, তখন আল্লাহ তা'য়লা তাদের আত্মাগুলোকে সবুজ পাখীসমূহের দেহের মধ্যে রেখে দেন, যারা জান্নাতের বৃক্ষরাজির ফল আহার করে, জান্নাতী নদীর পানি পান করে এবং আরশের ছায়ার নীচে লটকানো প্রদীপের মধ্যে আরাম ও শান্তি লাভ করে।যখন পানাহারের এরূপ উত্তম জিনিস তারা প্রাপ্ত হয় তখন বলতে থাকে, আমাদের জগতবাসী ভাইয়েরা যদি আমাদের উত্তম সুখভোগের খবর পেত তাহলে তারা জিহাদ হতে মুখ ফিরিয়ে নিত না এবং আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে অস্বীকার করত না। আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তা'য়লা বলেনঃ তোমরা নিশ্চিত থাক, আমি জগতবাসীকে এ সংবাদ পৌঁছে দিব। তাই আল্লাহ তা'য়লা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন।

শহীদ কত প্রকারঃ হাদীস বুখারী ৬৫৩, ২৮২৯; মুসলিমঃ ১৯১৪

হযরত আবু হুরায়রাহ(রাঃ) বলেনঃ রাসুলুল্লা(সাঃ) বলেছেন, শহীদ ৫ প্রকারের। ১) মহামারিতে মৃত্যু, ২) কলেরায় মৃত্যু, ৩) পানিতে ডুবে মৃত্যু, ৪) দেয়াল চাপা পড়ে মৃত্যু, ৫) আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে মৃত্যু।

আরও একটি হাদীসঃ মুসলিম ১৯১৫ঃ

হযরত আবু হুরায়রাহ(রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ(সাঃ) বলেছেন, তোমরা নিজেদের মধ্যে কাদেরকে শহীদ বলে গণ্য কর? সাহাবা কিরাম(রাঃ)উত্তরে বলেনঃ ইয়া রাসুলুল্লাহ(সাঃ), যে আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়েছে সে শহীদ। তিনি বললেনঃ তাহলে তো আমার উম্মতের মধ্যে শহীদের সংখ্যা হবে সামান্য মাত্র। সাহাবা কিরাম(রাঃ) নিবেদন করেন ইয়া রাসুলুল্লাহ(সাঃ)!তাহলে তারা কারা? উত্তরে বলেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় নিহত হল সে শহীদ। যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় স্বাভাবিক

মৃত্যুবরণ করেছে সে শহীদ। যে ব্যক্তি মহামারীতে মারা যায় সে শহীদ।যে ব্যক্তি পেটের পীড়ায় মারা যায় সে শহীদ। এবং পানিতে ডুবে যে মারা গেল সেও শহীদ।

আরও একটি হাদীসঃ আবু দাউদ ৩৯৯৩/৪৭৭২; তিরমিযী ১১৪৮/১৪২১

হযরত আওয়ারা ইবনে যায়িদ ইব্নে আমর ইবনে নুফাইল(রাঃ) হতে বর্ণিত। পৃথিবীতে যে ১০ জনের পক্ষে জান্নাত হাসিলের সাক্ষী প্রদান করা হয় তিনি তাদের একজন। তিনি বলেনঃ রাসুল(সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজের সম্পদ হেফাজত করতে গিয়ে নিহত হয়, সে শহীদ। যে ব্যক্তি দ্বীনের হাফাজত করতে গিয়ে নিহত হয় সে শহীদ। যে ব্যক্তি নিজের পরিবার পরিজন হেফাজত করতে গিয়ে নিহত হয় সে শহীদ।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আমাদের মনের আকাঙ্ক্ষা থাকা উচিত শহীদী মৃত্যুর। দ্বীনের কাজ করতে করতে আমাদের যদি স্বাভাবিক মৃত্যুও হয় আশা করা যায় আল্লাহ রহমানুর রাহীম আমাদেরকে দয়া করে শহীদী মর্যাদা দান করবেন।

আমীন।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

.....